মঞ্চসজ্জা, আবহসংগীত, আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব ছিল, যা গণনাট্য সংঘের উল্লেখযোগ্য অবদান। 'নবনাট্য' পর্বে যে আলো-ধ্বনি-আবহসংগীত বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার প্রাথমিক সূচনা 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চাভিনয়ে দেখা গিয়েছিল।

উন্মুক্ত আকাশ বা ধূসর প্রান্তরে জনতার মাঝখানে রঙ্গমঞ্চের সূচনা। গ্রীক মঞ্চপরিকল্পনা ও তার বিবর্তনে 'কোরাস' ও 'অর্কেস্ট্রা'র বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাকে বলা হত থিয়াট্রন। এই থিয়াট্রন থেকে থিয়েটার শব্দটি এসেছে।

এদেশে লোকনাট্যের অভিনয়ের জন্য মঞ্চের প্রয়োজন হতনা। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ও ইউরোপীয় মঞ্চপ্রভাবে মঞ্চ ক্রমশ জটিলতর হয়েছে। নানা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কৃৎ-কৌশল যুক্ত হয়ে আধুনিক মঞ্চভাবনা ক্রমান্বয়েই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে।

বাংলা নাট্যাভিনয়ের জন্য এখন যে মঞ্চকে বোঝায় তা হল প্রসেনিয়ম মঞ্চ। এর সূচনা করেছেন লেবেডফ, জড্রেলের লঘুনাটক 'দি ডিসগাইজ' এর বঙ্গানুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনয়কালে। মঞ্চটির তিন পাশ ওপর দিক ঢাকা, সামনেটা খোলা, আয়তাকার, একধারে উঁচু বেদীর ওপরে, প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে সেখানে অভিনেতারা তাদের সংলাপ উচ্চারণ করেন। পেছনে দৃশ্যপট এঁকে পর পর ঝোলান থাকত। প্রয়োজনমত এর ব্যবহার করা হত। ১৮৭২-এ জাতীয় নাট্যশালা বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ধর্মদাস সুর 'নীলদর্পণ' নাটকের জন্য এধরনের একটি মঞ্চ গড়েছিলেন। পরে অমর দত্ত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটারে দৃশ্যপট ও আসবাবপত্রে আরও বাস্তবতা আনেন। কিন্তু এর আমূল পরিবর্তন ঘটান শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তিনি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট মঞ্চপরিকল্পনা করেন, সেইসঙ্গে পার্শ্বপট ও পাদপ্রদীপ তুলে দেন। ফলে শিল্পীরা স্বাভাবিক প্রবেশ প্রস্থানের পথ পান। ফলত মঞ্চ অনেক বেশি বাস্তব ঘেঁষা হয়ে ওঠে।

চতুষ্কোন প্রসেনিয়ম মঞ্চকে প্রয়োজনানুযায়ী এক, দুই বা ত্রিস্তরীয় মঞ্চ করা যায়। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য মূলত দ্বিস্তরীয় মঞ্চ। "শহরের রাজপথ। পাশে ধনীর বাসভবন" প্রভৃতি মঞ্চের ডানদিকের বর্ণনা। "আর মঞ্চের বাঁদিকে এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে ডাস্টবিন..........কুঞ্জ রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট..............ইত্যাদি।" শিশিরকুমার তাঁর 'সীতা' ও 'দিগ্বিজয়ী' তে এর ব্যবহার করেছিলেন। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্য কল্পনায় শিশিরকুমারের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। গণনাট্যের যুগে নাট্যকর্মীদের উদ্দেশ্য ছিল নাটককে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া, তাই স্বল্পতম আয়োজনে মঞ্চ পরিকল্পনা করা হোত। তাই এ মঞ্চ বস্তুভারের পরিবর্তে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠল। আলোধ্বনি ও আবহসংগীত এ ব্যাপারে অনেকটা সহায়ক হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য প্রধানের বাড়ি থেকে দয়াল-এর চাল নিয়ে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা, বা দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাধিকা কুঞ্জকে কুকুরে কামড়ানো হাত বেঁধে দিচ্ছে ও কাঁদছে—দৃশ্যে আবহসংগীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'নবান্ন' নাটকের বাস্তবধর্মী বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবধর্মী দৃশ্য রচনা, জীবনের বাস্তবানুগ নাট্যাভিনয়ের সাফল্য বস্তুত গণনাট্য আন্দোলনের সাফল্য।

'মরা গন্দ্বগার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্ত্র র', চতুর্থ অন্দ্বেক র তৃতীয় দৃশ্য— এখানে নবান্ন উৎসবের আয়োজন হয়েছে—এটি নাটকেরও শেষ দৃশ্য। অস্তায়মান সূর্যের গোধূলি আলোয় চরাচর উদ্ভাসিত। অফুরন্ত্র প্রাণস্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে কৃষাণ-কৃষাণীরা। এদিকে ইতোমধ্যে শহর থেকে আমিনপুরে ফিরেছে নিরঞ্জন-বিনোদিনী, তাদের নতুন করে গুছিয়ে নেওয়া সংসারে কুঞ্জ-রাধিকাও ফিরে এলো। অবশেষে শেষ দৃশ্যে 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার ফেরে। প্রথম অন্দ্বক প্রথম দৃশ্যের দুর্যোগ, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বি২৬দের পর শেষ দৃশ্যেই সমাদ্দার পরিবারের সব স্বজনের পুনর্মিলন ঘটে। সর্বস্ব হারানো দয়াল সব সন্দ্বকটকে তু২৬ করে বলেছে, মন্বন্ত্ররে মরিনি আমরা, আবার আকাল আমাদের আত্মীয় পরিজনকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তার উদ্দীপক ভাষণ, "জোর, জোর প্রতিরোধ এবার প্রধান।" দয়ালের এ ভাষণ যতই আকস্মিক ও আতিশয্যপূর্ণ হোক না কেন, এর সফল অভিনয় নাট্যামোদী মহলে নতুন দিগন্ত্রের আভাস এনে দিয়েছিল।

নবান্নের অভিনয় সাফল্য, নতুন ভাবনা ও প্রযোজনার জন্য অভিনন্দ্রিত হয়েছে। নবান্ন জটিল নাটকীয় দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার চেয়ে, ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি আবেগ সৃষ্টির প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছে। নবান্ন নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি উপস্থাপনার মাধ্যমে আর্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সচেতন ও ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার যে দায় ও দায়িত্ব গণনাট্য সংঘ গ্রহণ করেছিল, তা যথার্থভাবে পালন করেছে।

নাটকের তিনটি অন্দ্বক পরম্পরায় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আন্দ্রোলন, ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা, মারী-মন্বন্ত্ররের যে দৃশ্যপট রচনা করেছে, ইতিহাস সেখানে থেমে থাকেনি। তাই ধবংস বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপনাতেই সমাজ-সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়না। কেননা ধবংসের মধ্যেই থাকে প্রাণের অন্দ্বকুরোদগমের সম্ভাবনা। তাই শত হতাশা ও সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষ বাঁচতে চায়। নবান্নের শেষ দৃশ্য সেই বার্তাই বয়ে এনেছে। দয়ালের কথায়, "মন্বন্ত্ররের দাপট গিয়েছে..........কই মরিনি তো আমরা"। সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রই উ২চারিত হয়েছে শেষ দৃশ্যে। গাঁতায় খাটা স্ত্র৪য়১ৰ, ধর্মগোলা স্থাপনের সন্দ্বকল্প শেষ দৃশ্যে প্রতিরোধ রচনার প্রতিজ্ঞা আমিনপুরের মানুষকে সন্দ্বকট উত্তরণ শেষে নতুন করে বাঁচার পথ দেখিয়েছে। নবান্নের শেষ দৃশ্য তাই বিশেষ তাৎপর্যবহ। নবান্নের উৎসবমুখর পরিবেশ গঠনের লোকায়ত উৎসবের আয়োজন প্রভৃতির দৃশ্য পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নাট্যকার যথার্থ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

৪৮.১৮ অনুশীলনী ৪

১। "সাদা কথায় বলতে গেলে ব্যাপরডা দাঁড়ায় এই যে, এখনই, এই মুহূর্তে আমরা যদি ফসল রক্ষে করার একটা ব্যবস্থা না করে উঠতে পারি, তা হলে মিত্যু ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্ত্রর থাকবে না।"—কে, কোথায়, কি প্রসন্দ্বেগ এ কথা বলেছেন? 'মিত্যু' থেকে 'গত্যন্ত্ররে'র কি উপায় স্থির হয়েছিল লিখুন।

২। ‘নবান্ন’ নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ও লক্ষ্য প্রমাণ করে নাটকটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদের নাটক। নাটকের অভিনয় গঠনরীতিতে তার আভাস আছে। —আলোচনা করুন।

৩। “নবান্ন’ বাংলা রন্দ্বগমঞ্চের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল”—সমালোচকের এই মন্ত্রব্য সম্পর্কে আপনার অভিমত দিন।

৪। “ডর আছে, কিন্তু প্রধান, মন্বন্ত্ররের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, মরিনি তো সবাই আমরাঙ্গ আমরা তো বেঁচেই আছি।”—কার লেখা, কোন নাটকের অংশ? কে এই কথা কখন বলেছে? বশু ব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৫। “নবান্ন’কে একই সন্দ্বেগ দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক বলা হয়।”—নাটকটিতে দুর্গতি প্রতিরোধের যে চিত্র পাওয়া যায় তা বর্ণনা করুন।

৬। ‘নবান্ন’ নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনায় বিশেষত মঞ্চও দৃশ্যস৭ া ও আবহসংগীত একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। —মন্ত্রব্যটির যাথার্থ্য নিরুপণ করুন।

৪৮.১৯ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১ ছ

১। (ক) অভিনবত্ব নাটকের বিষয়বস্তুতে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মন্বন্ত্রর, মারী ও মড়কে বিপর্যস্ত সর্বস্বান্ত্র গ্রাম বাংলার দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবিত্ত পরিবার ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের জন্য কোলকাতা শহরের পার্কে জমায়েত হ২৬ লন্দ্বগরখানায় সামান্য খাদ্যের জন্য। এ বিষয় বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম।

(খ) নাটকে কোন নায়ক চরিত্র নেই। নাটকের চরিত্রগুলির সামগ্রিক অভিনয়েই নাটকের সাফল্য নির্ভরশীল।

(গ) নাটকের সংলাপ, বাস্তবমুখী ও জীবনানুগ।

(ঘ) এ নাটকের মঞ্চ দৃশ্য, আলো ও ধবনির ব্যবহারে অভিনবত্ব উল্লেখযোগ্য। উপরোশু বিষয়গুলির যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

২। প্রথম প্রকাশ ‘অরণি’ পত্রিকায় ১৯৪৩-খ্রিস্টাব্দে, গ্রগুথাকারে প্রকাশ ১৯৪৪-এ, প্রথম অভিনয় শ্রীরন্দ্বগম মঞ্চে ২৪শে অক্টাবর, ১৯৪৪।

৩। কৃষকের জীবন নিয়ে রচিত তিনটি নাটক হল—

নীলদর্পণ—দীনবণ্ডধু মিত্র।

জমিদার দর্পণ—মীর মশাররফ্ হোসেন।

নবান্ন—বিজন ভট্টাচার্য।

৪। ৭.৩ অংশের ‘দেশকাল’ পর্যায়টি পাঠ করে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

৫। ৭.৩ অংশের ‘নামকরণ’ অংশ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ২ ছ

১। ঙ্ককৰ যুদ্ধ, দুর্যোগ, মন্বন্তরে আমিনপুর গ্রামের মানুষ যখন বিপন্ন, সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ যখন সকলকে পীড়িত করছে, তখন বগুধু দয়ালকে সম্বোধন করে প্রধান সমাদ্দার একথা বলেছে। সে শুনেছে বিত্তবান মানুষেরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দরিদ্র মানুষের জন্য লন্দ্বগরখানা খুলে খাবার বিতরণ করছে। এই সংবাদে তার আশা শহরে গেলে প্রাণধারণের জন্য অন্ত্রত দুমুঠো অন্ন জুটবে।

‘অন্নকুট’ শব্দের বাচ্যার্থ হল অন্নের পাহাড়তুল্য অন্নরাশি বা খাদ্যস্তুপ। বিশেষ তিথিতে দেবার্চনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ‘অন্ন’ প্রসাদ হিসেবে সাধারণে বিতরণ করা হয় যে উৎসবে তা অন্নকুট নামে পরিচিত। এখানে ব্যঞ্জনার্থে শহরের লন্দ্বগরখানা থেকে রান্না করা খাদ্য বিতরণের আয়োজনকে ‘অন্নকূট’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঙ্কখৰ দ্বিতীয় অন্দ্বেকর প্রথম দৃশ্যে চাল ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার ‘সরকার’ রাজীব বলেছে। কালীধন চালের মজুতদার। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করবার জন্য চাল গোপনে গুদামজাত করে, বাজারে দাম বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় চাল সহজভাবে না পেলে বেশি দাম দিয়ে চাল কিনতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে জনৈক ভদ্রলোক চাল কিনতে এসে কোথাও না পেয়ে চাল-ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার দোকানে হাজির হয়ে করজোড়ে একটা ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। কালীধন অন্য জায়গা থেকে পঞ্চাশ টাকা দামে সংগ্রহ করে দেবার প্রস্তাব দিলে ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় কালীধনেরই যোগ্য কর্মচারী রাজীব এই উশ্তি করে।

এই মন্ত্রব্যের মধ্য দিয়ে অহসায় ছাপোষা সাধারণ ক্রেতা ভদ্রলোকের প্রতি বশ্ুা রাজীবের তাি২৬ল্যের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। হীন চরিত্র কালীধনের সাহচর্যে রাজীব তার প্রভুরই মত কুরুচির পরিচয় দিয়েছে।

ঙ্কগষ বশ্ুা প্রধান সমাদ্দার। তাঁর দুটি পুত্র শ্রীপতি ভূপতি দেশের ৪২-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হয়েছে। পুত্রহারা পিতার এই বিলাপ তাঁর অন্ত্রর বেদনাকে প্রকাশ করেছে। কুঞ্জ প্রধানের ভ্রাতুষ্পুত্র, সেও শ্রীপতি-ভূপতির জন্য বেদনাবোধ করে বলেছে—“শ্রীপতি-ভূপতির ব্যাথা বড় কম বাজে নি এই বুকে জানলে জেঠা”—কুঞ্জ এজন্য ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরে। তাই বৃদ্ধ জেঠাকে স্বান্ত্বনা দেয়।

ঙ্কঘৰ উশ্তি টি প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী পঞ্চননীর। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল ঢেউ-এ যখন ইংরেজ সরকার বিব্রত শুধু নয়, বিপন্ন, তখন সংগ্রামীদের ওপর প্রবল বিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গ্রামের বিপ্লবীদের সগুধানে পুলিশ সাধারণ মানুষের ওপর নানা ধরনের পীড়ন শুরু করে। পুলিশের পীড়নের ভয়ে অনেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ ছেড়ে পালিয়ে আসছে দেখে পঞ্চাননী তাদের এগিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন. সংগ্রাম ছেড়ে সংকটকালে যারা পিছিয়ে আসে তারা জাতীয় জীবনে কলন্দ্বক স্বরুপ সন্ধ্রেহ নেই। নাটকে পঞ্চাননী চরিত্রটি বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতন্দ্বিগনী হাজরার আদলে রচিত। অকুতোভয় পঞ্চাননীর দেশপ্রেম, দৃঢ় চরিত্রবল, সংকটে যথার্থ নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল—এই সংলাপ থেকে তা বোঝা যায়।

২। এই এককের ৭.৯ অংশের 'নবান্ন' নাটকের গান, অংশটি এবং সারাংশের প্রাসন্দ্বিগক অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। 'নবান্ন' নাটকের নামকরণ ও প্রাসন্দ্বিক আলোচনা পড়ে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করুন।

৪। 'প্রাসন্দ্বিক আলোচনা' পর্যায় অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৫। গণনাট্য হিসেব 'নবান্ন'র অবদান ও গণনাট্য আন্দ্রোলনে নবান্নের ভূমিকা অংশ পাঠ করে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ৩ ছ

১। স্তুকৰ ৪৫ স্তুখৰ প্রধান স্তুগৰ রাধিকা

২। পরিচয়ের জন্য চরিত্রলিপি এবং ৭.১১ অংশের উল্লিখিত ব্যশ্তি দের সম্পর্কে 'প্রাসন্দ্বিগক আলোচনা'র সাহায্য নিন।

৩। বশ্তা দ্বিতীয় ভদ্রলোক।

ব্ল্যাক মার্কেট-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'কালোবাজার'। খোলা বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে গোপনে অতিরিশ্ত মুনাফায় বেশি দাম দিয়ে বিক্রি করা। এভাবে অর্জিত হিসাব বহির্ভূত অর্থই কালো টাকার (Black Money) উৎস।

মজুতদার শব্দটি আরবী 'মৌজদ' ঋ দার স্তুফরাসী প্রত্যয়ৰ গড়ে উঠেছে।

উদ্ধৃত উশ্তি র মূল প্রসন্দ্বগ হল দ্বিতীয় অন্দ্বক, তৃতীয় দৃশ্য, শহরের রাজপথ সংলগ্ন ধনীর আবাস। সেখানে বিবাহোৎসব। গৃহকর্তা-বড়োকর্তার হাজার খানেক নিমন্ত্রিত। নির্মলবাবু প্রসন্দ্বগত বলেছেন। জিনিসপত্তর জোগাড় করতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? বড়োকর্তা জানান যদ্দিন চোরাবাজার আছে, ততদিন—কথা অসম্পূর্ণ থাকতেই দ্বিতীয় ভদ্রলোক চোরাবাজারের প্রশংসার ভন্দ্বিগতে বলেন, চোরাবাজার আছে বলেই কিছু আটকা২৬ না। তাই, তিনি প্রকাশ্যে চোরাবাজার বা ব্ল্যাকমার্কেট ও মজুতদারদের সমর্থন জানান। নির্মলবাবু অবশ্য বলেছেন পয়সা যাদের আছে, তারা একথা বলতে পারেন।

স্তুপ্রশ্নটির পরীক্ষার্থী তার নিজস্ব মনোভাব ব্যশ্ত করবেন।ৰ

৪। ৭.১১ অংশটি পাঠ করে উত্তর তৈরি করুন। গ্রীক বা সেক্সপীয়রীয় অর্থে যাকে নাটক বলা হয়, সে অর্থে এখানে নায়ক নেই, তবে প্রধান বা কুঞ্জকে জীবনসংগ্রাম ও তা থেকে উত্তরণসূত্রে মুখ্য চরিত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

৫। বশু া সুজন, সাধারণ গ্রামবাসীদের একজন। এঁরা কুড়ি-পঁচিশ জন প্রধান সমাদ্দার বাড়ির স্বল্প পরিসর উঠোনে বসে পারস্পরিক আলোচনায় মত্ত।

আলাপচারিতার মধ্যে ফকির বলেছে, বাংলা দেশের গ্রামীণ সন্ত্রানরা বাবার দেনা ঘাড়ে জন্দায় এবং তারা শেষ জীবনে নিজের দেনা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে চলে যায়, এমনটাই চিরকালটায় ঘটছে। এর মধ্যে কোনো স্বতন্ত্র বিশেষত্ব নেই।

এই কথার উত্তরে সুজন বলেছে, এতদিন ধরে এমনটি ঘটেছে বলেই, তা মেনে নিতে হবে তা কেন? কেন এর ভালমজ্জ বিচার করা হবে না? এই কথার মধ্য দিয়ে সুজনকে অনেকটা বাস্তুববাদী ও সংস্কারমুশু, যুশি বাদী এবং প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী বলে মনে হয়।

৬। ৭.১১ চরিত্র আলোচনা প্রসন্দগ দ্রষ্টব্য। ভাল করে এটি পড়ে নিয়ে উত্তর দিন।

৭। ৮। ৯। — ৭.১২ অংশটি ভাল করে পড়ে প্রাসন্দিগক উত্তর লিখুন।

১০। ৭.১২ ও ৭.১৩ অংশের শেষ পর্যায়ে নাটক সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরি করুন।

১১। শহরে বাসকালীন অসহায়, বিপন্ন কুঞ্জ, রাধিকাকে বলেছে। হৃদয়হীন, শহর জীবনের চেয়ে তার নিজের গ্রামে কুঞ্জ অনেকটা স্বা২৬জ্জ্য বোধ করবে, এই ধারণা থেকে কথাগুলি বলেছে।

হৃদয়হীন শুষ্ক শহর জীবনে কোনোভাবেই স্বাভাবিক হতে পারছে না, তার স্বগ্রামে স্ব-ভূমিতে সে সুস্থ বোধ করবে, এই প্রত্যয় থেকে সে কথাটি বলেছে।

বশু ার এই মন্ত্রব্য থেকে তার মাটির প্রতি চিরন্ত্রন মমত্ব ও আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

১২। এই সংলাপটি তৃতীয় অন্দক দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রধান সমাদ্দার উ২চারণ করেছে। সংলাপটি বিশ্লেষণ করে তাৎপর্য বুঝতে হবে।

১৩। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের আমিনপুরের স্থানীয় পোদ্দার তথা চোরাচালানকারী হারু দত্তের। গ্রামের বৃদ্ধা মহিলা দুঃস্থ পরিবারের মেয়েদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে হারু দত্তের হাতে তুলে দেয় শহরে পাচার করবার জন্য।

চন্দ্ররের অল্পবয়সী মেয়ে। তিন বছর বয়সে তার মা মারা গেলে, অনেক যত্নে সে মা-মরা মেয়েটিকে লালন করে বড় করেছে। খুকীর মা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে চন্দ্ররের মেয়েকে হারু দত্তের হাতে তুলে দেয়। হারু দত্ত চন্দ্ররকে দিয়ে একটি কাগজে টিপ-ঠাপ দিইয়ে নেয়।

এখানে বশু া হারু দত্তের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল এই যে, সে শুধু মজুতদারই নয়, একজন হীন মেয়ে পাচারকারী। ধুর্ত ব্যবসায়ী এই অন্যায় কাজটি অত্যন্ত্র সতর্কভাবে করে। পাকাপোশু করবার জন্য নিরক্ষর মানুষগুলোকে দিয়ে নিজের ই২৬মত কথা লিখিয়ে নেয়।

অনুশীলনী ৪ ছ

১। 'নবান্ন' নাটকে দয়াল, চতুর্থ অন্দক প্রথম দৃশ্যে একথা বলেছেন। প্রসন্দগটি হল ফসল কাটা, ঝাড়া, তোলা তারপর সেই ফসল রক্ষে করার সমস্যা।

অল্প সময়ে এ কাজ সম্পন্ন করা খুবই দুরুহ। তারই একটা উপায় সকলে মিলে আলোচনা

M#2\D:\EBG-4\Unit-48a Pm6.5

করে ঠিক করতে হবে। ঘরে খাদ্যাভাবের পরিণতি কি দয়াল তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে দয়াল এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে বলেছেন ফসল রক্ষে করতে না পারলে 'মিত্যু ছাড়া গত্যন্ত্রর' থাকবে না।

'মিত্যু' থেকে গত্যন্ত্ররে'র উপায় অনুসণ্ডধান করতে গিয়ে নানা জনে নানা কথার অবতারণা করলেও কোনো ইতিবাচক মতে পৌঁছানো যখন যা২৬ না, অথচ বড়োকর্তা এটা বুঝেছে "দুইচার দিনের ভেতর ফসল কাটা হল তো হল, নয় তো বিলকুল পয়মাল হবে।" অবশেষে দয়াল 'সকলে মিলে গাঁতায়' খাটার প্রস্তাব দিয়ে বলে, "অতিকম পঁচিশ ঘর গেরস্তের সাহায্যও যদি পাওয়া যায়, সকলে মিলে গাঁতায় খাটার পিতিজ্ঞে করে, তা হলে একদানা ফসলও জমির নষ্ট হতে পারবে না। দশ হাতে ফসল গোলায় তুলে ফেলা সম্ভব।" তাই ফসল যাতে নষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে সবতার আগে। আমিনপুরবাসী এভাবেই মিত্যু থেকে রেহাই পেয়েছে।

২। 'নবান্ন'-এর গঠনরীতি জ্ঝ৭.৮ অংশের মূলাঠ ৪ৰ সংক্রান্ত্র আলোচনা পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। বশ্ু া মূলাপাঠ ৭জ্ঝ দ্রষ্টব্য ৭.১৫ৰ অংশটি পড়ে উত্তর লিখুন।

৪। চতুর্থ অন্দ্বেক তৃতীয় দৃশ্যে উদ্ধৃত কথাগুলি আংশিক মানসিক ভারসাম্য হারানো প্রধান সমাদ্দারের কথার উত্তরে বলেছে দয়াল মণ্ডল। অন্য সকলের মত দয়ালের ওপর দিয়েও জলো২৬৩াসের দাপট গিয়েছে। তা সত্ত্বেও যখন তারা অনেকেই বেঁচে আছে, তখন এমনটি করতে হবে যাতে আকাল আর আচম্বিতে এসে কোনো স্বজনকে ছিনিয়ে নিতে না পারে। দয়ালের এই উশ্তি র মধ্য দিয়ে একটি আশাবাদী মানুষের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

৫। মূলপাঠ ৩ জ্ঝদ্রষ্টব্য ৭.৭ৰ অংশের শেষের দিকে এ প্রসন্দ্বেগ প্রাসন্দ্বিগক আলোচনা আছে। সেটি অনুসরণ করে উত্তর দিন।

৬। ৭.১৩ অংশের মূলপাঠ ৭ ভালো করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৪৮.২০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রগুথ

১। বিজন ভট্টাচার্য—*নবান্ন*।

২। ড. দিলীপকুমার নন্দ্রী ও ড. নবকুমার মণ্ডল— *প্রসন্দ্বগ ছ নবান্ন*।

৩। ড. দর্শন চৌধুরী — *গণনাট্য আন্দ্রোলন*।

৪। বহুরুপী — *'নবান্ন' স্মারক সংখ্যা ১. অক্টোবর ১৯৬৯ এবং স্মারক সংখ্যা ২, অক্টোবর ১৯৭০*।

জ্মব

নবান্ন য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

যাঁরা 'জবানবন্দী' দেখেছেন, তাঁরা 'নবান্ন' থেকে নূতনত্বের চমক পাবেন না। কিন্তু পাবেন আর এক ধরনের চমক। বিস্তৃতি ও বলিষ্ঠতায় গণনাট্য সংঘের দ্রুত উন্নতি সত্যিই চমকপ্রদ।

'নবান্ন' পড়ে মনেই হয়না এর মঞ্চোপযোগিতা থাকতে পারে। এ নাটককে রূপ দেবার সাহস ও সফলতা গণনাট্য সংঘের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এমন আদর্শবাদী রূপতপস্বী সমবায় কোনো ব্যবসাদারী থিয়েটারের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূমিকা সমানভাবে প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা জানেন মাত্র জনসেবাই এর লক্ষ্য—নিজেদের প্রতিষ্ঠা নয়।

'নবান্ন' নাটকত্বের বিচার অন্য নাটকের সূত্রে চলবে না। এ এক নতুন সৃষ্টি। এদের কানুন তৈরি হবে পরে। এদের পাঠক-দর্শক-সমালোচক কারো মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হয়না। গোড়া থেকেই বাঙালি এদের নিজের বলে চিনে নিয়েছে। সেইখানেই তো গণনাট্য সংঘের সাহস ও শক্তি, আর নতুন নিয়ে পরীক্ষা করবার সুযোগ। গণনাট্য সংঘের দায়িত্বও সেইখানে। 'জবানবন্দী'র পরে 'নবান্নে' সে দায়িত্ববোধের পরিচয় দর্শক যথেষ্ট পেয়েছেন।

রস পরিবেশনের সন্দেগ সন্দেগ সমাজমনকে সাময়িক সমস্যার প্রতি মনোযোগী করে তোলবার শিক্ষা পরিবেশন গণনাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিকটতম উদ্দেশ্য পিপল্‌স রিলিফ কমিটির প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ। বাংলায় অনাহার মৃত্যু চোখের ওপর ঘটেছে না বলে বগুধ হয়নি। এখন আবার মহামারীর পালা। রিলিফের কাজ বগুধ করে নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতে। গণনাট্য সংঘের অভিনয় এখনো তাই ক্ষুধার্ত পীড়াগ্রস্ত বাংলার আর্তনাদ। সংঘ দেশবাসীর কাছ থেকে কামনা করেন, ধনীর কাছ থেকে ধন, শিল্পীর কাছ থেকে শিল্পজ্ঞান, সমালোচকের কাছ থেকে উপদেশ। আশার কথা, সাধারণভাবে সংঘ তা পা২েছন।

বিজন ভট্টাচার্য নাট্যকার-অভিমানে নাটক লেখেননি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নমুনা নিয়ে এক একটি চরিত্রের মুখে তাদের কথা সহজভাবে বলিয়েছেন। প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ভয়ে কারো মনে স্বস্তি নেই, যে যার কোলে ঝোল টানবার জন্যে ব্যস্ত। মূলধনীর ধনবৃদ্ধির লোভ, মধ্যবর্তী দালালের আত্মরক্ষায় হিতাহিত জ্ঞানলোপ, নিম্নমধ্যবিত্তের অসহায় অবস্থার ফলে হৃদয়হীনতা, আর সকলের চাপে নিষ্পেষিত ভূমিজ চাষী। এই অব্যবস্থিত সমাজ বাইরের সামান্য আঘাতে টালমাটাল তো হবেই।

কিন্তু ধবংস যত বড়ই হোক প্রাণের অন্বকুর তার ফাটলের মাঝখান দিয়ে আবার গজিয়ে ওঠে. মানুষের আত্মপ্রত্যয় আর দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য সহস্র ঘা খেয়েও যায়না, 'নবান্ন' শেষ পর্যন্ত এই আশার বাণী শুনিয়ে যায়। সমাজের কাঠামোকে শশু করতে গেলে জ্ঞাতসারে সমবেত চেষ্টার যে প্রয়োজন,

নিরক্ষর চাষীর কাছেও তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, চাষীরা 'গাঁতায় খাটতে' লেগে যায়।

অভিনয়শক্তি সকলের সমান থাকেনা, শিক্ষার সুযোগও সকলের সমান হয়নি, কাজেই ব্যক্তি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা এঁদের করবনা। সকলেই সমান আন্তরিকতার সঙ্গে, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যে অভিনয় করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। একটি অনাড়ম্বর অথচ সুষ্ঠু পৃষ্ঠপটের সম্মুখে অভিনয় এঁদের তাই এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এতগুলি ছোট বড় ভূমিকাকে এরূপ নিপুণভাবে একসূত্রে গেঁথে তোলা উচ্চশ্রেণীর পরিচালনাশক্তির পরিচয় দেয় এবং আবহধ্বনি ও সুর তার অঙ্গ।

(৩)

নবান্ন প্রসঙ্গে/স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

'পরিচয়' সরাসরি রায় দিয়েছেন যে, 'নাটক হিসেবে 'নবান্ন'-কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না।* তবু ঐ নাটকের অভিনয় 'পরিচয়'-এর সম্পাদকেরও খুব ভাল লেগেছে। তার কারণ / 'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে।*

আমার মতে 'নবান্ন' রীতিমত সক্ষম রচনা, তার একাধিক দোষ ত্রুটি আছে। তা বড় কথা নয়। প্রথম কথা 'নবান্নে' কি পেলাম। এতদিন যাকে আমরা পাবার আশায় ছিলাম তার সবটা না পেলেও যদি তার অনেকটা বা কিছুটাও পেয়ে থাকি, সেই কিকম? 'নবান্নে' পেয়েছি এতকালের অনাদৃত বৃহত্তর বঙ্গদেশকে। বাংলার চাষীর সুখ-দুঃখের দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সঙ্কল্পের চমৎকার আলেখ্য 'নবান্ন'। কেবল বিষয়বস্তুর জোরেই 'নবান্ন' সার্থক নয়। এ বইয়ের সাহিত্যিক সাফল্যও যথেষ্ট। 'নীলদর্পণ'-এর বহুকাল পরে বাংলার অপাংক্তেয় কৃষক বাংলা রঙ্গমঞ্চের নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশাধিকার আদায় করে নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার নিজের কথা নিজের মতো করেই অনায়াসে বলেছে, কেঁদেছে, কোঁদল করেছে। হাসিয়েছে, নাড়া দিয়ে চলে গেছে। এক কথায় নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এ কি অক্ষমতার পরিচয়? অনভ্যস্ত মাঝে মাঝে কখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে কিংবা দু-এক স্থানে একটু-আধটু বাড়াবাড়ি হয়তো করে ফেলেছে। সেই কি একমাত্র বিচার্য বিষয়।

'নবান্ন'-র ত্রুটিগুলির অধিকাংশ তার Birthmarks, নতুন ভুঁইফোঁড় নয়। পুরাতনের জঠর থেকে আসে সে। যে দু-চারটে গতানুগতিক বা মঞ্চঘেঁষা ত্রুটি আছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পরবর্তী নাটকগুলিতে সে-সব গৌণ বিষয় এক এক করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে আমরা আশা রাখি। 'নবান্ন' নবাঙ্কুর বলেই তার অবশিষ্ট ত্রুটিগুলিও আর এক অর্থে ত্রুটি নয়—সেগুলিকে প্রচলিত নাট্যকলা বিচারের অভ্যস্ত চশমা চোখে এঁটে বিচার করলে চলবে না। যেমন, কেউ কেউ বলেছেন, একখানি নাটকে এতটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের ভিড়ে ঠাস বুনটের গলদ রয়ে গেছে। এ অভিযোগ সত্যি হলেও তাকে অসাফল্য বলা চলেনা। নতুন সর্বত্র বা প্রধানত পুরাতনের বিধিবিধান না মেনে নির্ভুল পথে পা বাড়িয়েছে কিনা সেই কথাই বিচার্য। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিমত উল্লেখযোগ্য মনে করি, /নবান্ন

নতুন নাটক। এর কানুন রচিত হবে পরে।* ‘পরিচয়’ বলেছেন, /ঘটনা-পরম্পরায় এই প্রকাণ্ড তালিকা যাকে গত দু-বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায় একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত করে তোলা যুগান্ত্রকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে।* যুগান্ত্রকারী প্রতিভা কি স্বয়ম্ভু? তা যদি না হয় তবে একদিন যুগান্ত্রকারী প্রতিভা ‘নবান্ন’ প্রভৃতির কল্যাণে অনেকখানি তৈরি পথ পাবেন। সেই পথ পরিষ্কারের কাজকে কি মোটেই সক্ষম রচনা নয় বলব? ‘পরিচয়’ সম্পাদকের অভিমতের ন্যায় আমার এই মতামতও চূড়ান্ত্র বলে গৃহীত হতে পারেনা। সমঝদার মহলের কাছ থেকে সমালোচনা আমরা প্রত্যাশা করি। ছোট বড় ত্রটিবিচ্যুতিগুলি নিয়েও ‘নবান্ন’ এমন এক বহুপ্রত্যাশিত ফললাভ— যার সম্পর্কে এক কথায় রায় দেওয়া সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়।

ঞ্চ

নবান্নযকালিদাস রায়

‘নবান্নে’র অভিনয় এতই চমৎকার হইয়াছে যে, আমি যে নগরের রন্দ্বগালয়ে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছি তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হাবভাব, চালচলন, বাগ্‌বিন্যাস, উ৲চারণভন্দ্বিগ এমন কি আকৃতি প্রকৃতিতে এমন যথাযথতা, কোনো, অভিনয়ে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। আমরা কাঙাল চাষীদেরই প্রতিবেশী। কাজেই যথাযথ হইল কি না বলিবার অধিকার আমাদেরই আছে— চিরনগরবাসীদের নাই।

এই অভিনয় দেখিতে গিয়া আর একটা কথা মনে হইয়াছে। নগরের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা নাগরিক বেশ ত্যাগ করিয়া চাষা-চাষীদের বেশ ধারণ করিয়াছিল। মনে হয় নাই তাহারা চাষা-চাষাণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে মনে হইয়াছে—গরীব, দুঃখী, চাষা-চাষাণী ও নগরের যুবক-যুবতী একই জাতির লোক—অন্দ্বগপ্রত্যন্দ্বেগর আকৃতি প্রকৃতিতে কোনো বৈষম্য নাই। কেবল জামা জুতা চশমা ঘড়ি চুরুট সিগারেট ইত্যাদিই পল্লী ও নগরের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে—দর্জি ও ধোবা একই জাতির লোককে এতটা পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই পুরাতন সত্যকেই সেদিন হারাধনের মতো যেন ফিরিয়া পাইলাম।

বহু কাব্য-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলার দুঃস্থ দুর্গত পল্লীজীবনের চিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি হু, কিন্তু তাহাতে আমার তটস্থ উদাসীন সাহিত্যিক মন বিচলিত হইয়া আমার নেত্রযুগলে বাষ্পের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ‘নবান্নে’র অভিনয় দেখিতে গিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। এই অশ্রু অলস বাষ্প মাত্র নয়—সন্দ্বেগ সন্দ্বেগ হৃদয়ে একটা অকপট কল্যাণ বুদ্ধির উন্দেষ হইয়াছে। মনে হইয়াছে, এই দুঃস্থ দুর্গতদের জন্য আমার যতটুকু করিবার ছিল তাহা করাহয় নাই। এজন্য অনুতাপ জন্দিয়াছে— নিজের আরাম বিলাসের হৃদয়হীন জীবনযাত্রার প্রতি ধিক্কার জন্দিয়াছে—ভবিষ্যতে আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু কবিবার জন্য সংকল্পও জাগিয়াছে। তাহাছাড়া দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম, কৃষিশিল্প ইত্যাদি

সম্বগুেধ নানা চিন্ত্রার উদ্ভব হইয়াছে। মোটের উপর ‘নবান্ন’ আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আমূল আলোড়িত করিয়াছে। এই সমস্তই সাময়িক সন্ধ্রেহ নাই—কিন্তু মনের উপর একেবারে কোনো ছাপ রাখিয়া যায় নাই তাহা মনে হয়না। আজ একমাস অতীত হইল এখনো আমার মন হইতে ‘নবান্নে’র ছায়া অপসারিত হয় নাই।

‘নবান্ন’ অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছি। ‘নবান্ন’কে একটি পরিপূর্ণান্দ্বগ নাটক না বলিয়া ইহাকে একখানি দৃশ্যকাব্য বলিতে চাই। ইহাতে গীতধর্ম অপেক্ষা চিত্রধর্মই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা কতগুলি জীবন্ত্র্লন্ত্র প্রাণস্পর্শী দৃশ্যের একত্র গ্রগুথন, খাঁটি বাংলার জীবনসূত্রে, পঞ্চাশের মন্বন্ত্ররের আবহাওয়ায়।

মাটির যাহারা খাঁটি মালিক—আসল বাংলাদেশ যাহাদের সুখদুঃখের মধ্যে অবিরাম স্পন্দ্রিত হইতেছে তাহাদের উপেক্ষিত জীবনযাত্রা লইয়া রচিত নাটক বাংলা সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম। এই নাটক পূর্ববর্তী কোনো নাটকের অনুকৃতি নয়। ইহার বিষয়বস্তুতে মৌলিকতার দাবি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবযুগে নাট্যসাহিত্যের ইহা অগ্রদূত।

আমরা নানা প্রবগুেধ, সংবাদপত্রে, কবিতায় ও উপন্যাসে দেশের মর্মস্টথলের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু সে পরিচয় একটা কোনো না কোনো পর্দার মধ্য দিয়া। ‘নবান্ন’ রন্দ্বগমঞ্চে অভিনীত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেশের মর্মস্টথলকে প্রত্যক্ষভাবে উদঘাটিত করিয়াছে।

ভ্র্জ

নাট্যকলা হ্ল. নবান্নযহি রণকুমার সান্যাল

ভ্র্ব

সম্প্রতি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা কর্তৃক কলকাতার ‘শ্রীরন্দ্বগম’ রন্দ্বগালয়ে শ্রীযুশু বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। এ নাটকখানা ও গণনাট্য সংঘের এ সার্থক অভিনয় বিশেষ আলোচনার যোগ্য। বারান্ত্ররে আমরা তা করব আশা করি।

নাটক হিসাবে ‘নবান্ন’কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলেনা। এতে গল্পের অখণ্ডতার চেয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশি লক্ষণীয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট বিশৃঙ্খলার পর থেকে বাংলার চাষী ও গ্রাম্যজীবনের আওতায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী থেকে শুরু করে যতগুলি মর্মান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে গেছে, সেগুলি, আর সেই সন্দেগ মধ্যবিত্ত-জীবনের সংবাদপত্রীয় মন্বন্ত্ররবিলাস, ব্যবসাদারী চাল ও নারী রপ্তানির হৃদয়হীনতা, কিংবা সরকারী চিকিৎসা, রিলিফের অক্ষম প্রহসন—এতগুলি ব্যাপার এই একটি নাটকে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা-পরম্পরার এই প্রকাণ্ড তালিকা, যাকে গত দু’বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায়, একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত

করে তোলা যুগান্ত্রকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। সেই প্রতিভার পরিচয় আজও পাওয়া যায়নি। তবে, বিজনবাবু নতুন ধরনের নাটক রচনার চেষ্টা করে বাংলা সাহিত্যে ও রন্দ্বগমঞ্চেএক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন, এ কথা স্বীকার করতে হবে।

'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে। এই অভিনয়ের বিশেষত্ব এই যে, এর সার্থকতার মূলে রয়েছে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভা নয়, সমগ্র মণ্ডলীর উৎসাহিত উদ্যম। বাংলাদেশের অনেক লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে আজ যে নতুন প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়, গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে আজই সেই প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে বাংলা রন্দ্বগমঞ্চে—তাই সাহিত্যের মতো সেখানেও অনেক বেশি মূল্যবান বর্তমানের সামান্য সার্থকতার চেয়ে ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার আশাপ্রদ ইন্দ্বিগত।

জ্বপরিচয় হ্লু. আশ্বিন, ১৩৫১ৰ

জ্বহ্ৰ

'নবান্ন' বই আমি পড়িনি, কিন্তু অভিনয় দেখে যতদূর মনে হয় বহু উৎকর্ষ সত্ত্বেও নাটকীয় রচনা হিসাবে এর ত্রুটি এত গুরুতর যে 'নবান্ন' শেষ পর্যন্ত যথার্থ নাটকীয় সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।

অভিনয় দেখার এতদিন পরে এই নাটকটির সবগুলি ত্রুটির উল্লেখ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার সহজসাধ্য নয়। যে ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে মনে পড়ে তারই উল্লেখ করছি। একেবারে প্রথম দৃশ্যে বিশেষ একটি গ্রামের ও সেই সন্দ্বেগ সমগ্র দেশের যে অবস্থা উদঘাটিত হয় পরবর্তী দৃশ্যগুলির সন্দ্বেগ তার সংযোগের সূত্র অতি ক্ষীণ। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি শুধু নাট্যকারের নয়, পরিচালকেরও। আচমকা কতকগুলো লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটন, পরের ঘটনাপ্রবাহে থাকল তার অস্পষ্ট রেশমাত্র। অর্থাৎ নাটকটির সূত্রপাতে এমন একটি রহস্য থেকে গেল যার সমাধান শেষ পর্যন্ত্র পাওয়া গেল না।

কিন্তু তবু অভিনয় জমল, লেখকের মর্মস্পর্শী আলেখ্য অবলম্বন করে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নৈপুণ্য ও পরিচালক-প্রযোজকের শক্তিশালী পরিকল্পনার ফলে। মাঝে মাঝে স্খলন হয়েছে, যদিও গুরুতর নয়, যথা হ্লু.

ছোট বৌর গায়ে হাত তোলার অপবাদ দিয়ে বড় ভাই নিরপরাধ ছোট ভাই-এর ওপর যে-ভাবে গগনভেদী মারণ ও তাড়ন লীলা প্রকট করলেন তাতে বৌর মুখ বুঁজে থাকা ভাসুর-ভাদ্র বৌর সল৭ ¸ সম্পর্কের দোহাই দিয়েও অত্যন্ত্র অস্বাভাবিক, বিশেষত চাষীর ঘরে। 'তোরা যা, আমি যাবনা'। বেসুরো গলায় এই সুরোৎপাদন প্রচেষ্টা খুব শোভন হয়নিহ্লু, ততোধিক অশোভন এই সন্দ্বেগ নট ও নটীর তথা ভিক্ষুক ও ভিখারিণীর তালে তালে পা ফেলে নিষ্ক্রমণ। এই দৃশ্যে অশোভনতার চরম করুণ বংশী-বিলাপ। খেলো সিনেমা আন্দ্বিগকের এই অনুকরণ 'নবান্ন'র আসরে একেবারেই অপাংক্তেয়।

রিলিফ হাসপাতালের পরিবেশে ডাক্তারটির ছিমছাম পোশাক ও চাঁচাছোলা মুখস্থ-করা কেতাবী বয়েৎ সমান বেমানান। এক সত্যিকারের ডাক্তার নাকি এই ভূমিকায়. নেমেছিলেন। একথা সত্য হলে

তাঁর পোশাক ও বুলি দুই-ই কিঞ্চিৎ অভিনয়দুরস্ত করে নেওয়া উচিত ছিল।

এই জাতীয় ত্রুটি হয়তো আরো দু-একটি আছে। এখন তার সঠিক বর্ণনা আমার অসাধ্য। যাই হোক, এগুলি গৌণ ত্রুটি—অত্যন্ত গৌণ। 'নবান্নে'র নাটকীয় সম্পূর্ণতাকে এরা অতি সামান্যই ক্ষুন্ন করেছে। 'নবান্নে'র দুর্বলতম অংশ শেষ দৃশ্য। এই দৃশ্যে গ্রন্থকার যেভাবে তাঁর উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তা শুধু রোমান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিহীন। মারী ও দুর্ভিক্ষে যে গ্রাম ছারখার হয়েছে ও এই প্রচণ্ড দৈবতবিভীষিকা যথেষ্ট নয় মনে করে গ্রন্থকার যে গ্রামকে বন্যা দিয়ে বিধ্বস্ত না করে খুশি হননি, ঠিক সেই গ্রামে সেই প্রধানের কুটির-প্রাঙ্গণে অক্ষত দেহে ফিরে এল একটির পর একটি গ্রামত্যাগী দুঃস্থ, যারা দু'দিন আগে শহরের পথের ডাস্টবিন হাতড়ে খুঁজেছে জীবনধারণের শেষ সম্বল। বৃদ্ধ প্রধান পর্যন্ত এই মিলনান্ত দৃশ্য থেকে বাদ পড়লেন না, তাঁর মাথা গেল বিগড়ে কিন্তু আশি বছরের প্রাচীন দেহ কায়কল্প চিকিৎসা না করেও শেষ পর্যন্ত রইল সক্ষম। মাঝখান থেকে মারা গেল একটি অসহায় শিশু, তাও গ্রাম ত্যাগের আগেই। লেখকের এই শিশুহত্যার প্রবৃত্তি—পূর্ব নাটক 'জবানবন্দী' স্মরণীয়—তাঁর কলমের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। এর ফলে সাময়িকভাবে যে করুণ রসের সৃষ্টি হয় নাটকের ঘটনা বিরচনে তা প্রায় অবান্তর।

কিন্তু নাটক হিসাবে 'নবান্নে'র এই গুরুতর ত্রুটি সত্ত্বেও অভিনয় ও পরিচালনায় অসাধারণ উৎকর্ষের ফলে 'নবান্ন' দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি, যেমন আরো বহু দর্শক হয়েছেন। এর ফলেই কথা ওঠে—স্বর্ণকমলবাবু যার উল্লেখ করেছেন—একটি অক্ষম নাটককে অবলম্বন করে অভিনয় ও প্রযোজনার এতখানি কৃতিত্ব কি সম্ভব? এর উত্তরে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, তা যদি না সম্ভব হতো তাহলে বাংলাদেশের শিশির ভাদুড়ীর মতন অভিনেতার অভ্যুদয় হলো কি উপায়ে? 'সীতা' বা 'আলমগীর'কে যদি সক্ষম নাটক বলতে হয় তাহলে অক্ষম নাটক কাকে বলে জানিনা। আরো দৃষ্টান্ত দিতে পারি, কিন্তু দরকার বোধ করছি না।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, 'নবান্ন' নাটক হিসাবে—'নাটক' কথাটির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলছি—অক্ষম হলেও 'সীতা' বা 'আলমগীর'-এর মতন নিম্নশ্রেণীর রচনা নিশ্চয়ই নয়। 'নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কারণে যে এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ঐ অংশগুলিতে ঘটনা-বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় সে, দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পণ্ড। কিন্তু শেষ দৃশ্যটি বাদ দিলে যা বাকি থাকে তাকে যদিও সম্পূর্ণ নাটক বলা চলেনা তবু একাধিক কারণে তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ রচনা। কেন অসাধারণ সে কথা স্বর্ণকমলবাবু ও কালিদাসবাবু দুজনেই বলেছেন ও এ বিষয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। তাঁদের সঙ্গে বিরোধ এই যে আমি 'নবান্ন' দেখেছি শুধু সমঝদারের দৃষ্টিতে নয়, সমালোচকেরও, তাই শেষ দৃশ্যের অসংগতি আমার চোখ এড়ায়নি।

কিন্তু এই শেষ দৃশ্যই আবার অন্যান্য পাঁচজনের মতন আমারও চোখে বোধ হয় সব চাইতে ভালো লেগেছে। এই দৃশ্যে রন্দ্বগমঞ্চেঅবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। এতগুলি লোককে স্টেজে নামালে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, বহুক্ষেত্রে হয়েও থাকে তাই। এক্ষেত্রে কিন্তু এতগুলি লোককে যেভাবে বাগ মানানো হয়েছে তাতে এই দৃশ্যটির পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় অসাধারণ বাহাদুরির তারিফ না করে পারা যায়না। এই বাহাদুরির ভাগীদার হিসাবে অন্যতম পরিচালক বিজনবাবুকে তাঁর প্রাপ্য দিতে আমি একটুমাত্র কুণ্ঠিত হবনা, যেমন হবনা অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রশংসা করতে। জায়গায় জায়গায় মনে হয়েছে যে বিজনবাবুর অভিনয়ে একটু যেন আতিশয্য এসেছে। কিন্তু এ সম্বগুেধ আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা আছে।

মোটকথা এই যে, যদিও বিজনবাবু একটি সক্ষম নাটক লিখে উঠতে পারলেন না, অর্থাৎ যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল নাটকটির প্রথম দিকে শেষ পর্যন্ত্র তা গেল ভেস্তে, তবু এমন একটি নাটক রচনার চেষ্টা তিনি করেছেন যা শুধু চেষ্টার গুণেই স্মরণীয়। অবশ্য গুণ শুধু চেষ্টার নয়। সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ঘটনা-সমাবেশে, বিজনবাবুর কলম ও কল্পনা এতদুর এগিয়েছে যে বাংলা রন্দ্বগমঞ্চেও বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন হাওয়া এনেছেন, এই কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। কিন্তু এই নতুন আবহাওয়ার স্রষ্টা একা বিজনবাবু নন, তাঁর সন্দ্বেগ ও তাঁর পেছনে রয়েছে গণনাট্য সংঘ। এই সংঘের প্রেরণা ও উদ্যম ছাড়া বাংলার রন্দ্বগমঞ্চে'নবান্নে'র অভ্যুদয় ছিল অসম্ভব। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় কুশলতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেন না তা অবিসংবাদিত।

জ্ঝপরিচয় হ্ল. কার্তিক, ১৩৫১ৰ

জ্ঝস

মন্বন্ত্র র ও সাহিত্যযতারাশন্দ্বক র বন্দ্র্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নূতন আবেগ এবং নূতন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্ত্র রকে অবলম্বন করেই সে সুর, সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ব্যাকরণ অনুযায়ী হয়তো এখনও আদর্শ নাটক হয় নাই, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে যে প্রচণ্ড অবরুদ্ধ আবেগ সে সত্যই অতুলনীয়। এই সন্দ্বেগ তার অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিভার কথাও প্রসন্দ্বগক্রমে আমি উল্লেখ করছি। নাটকের ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্যের আগমন বিপুল প্রত্যাশার সঞ্চর করেছে।

জ্ঝহ্ব

ভারতের মর্মবাণীযমানিক বন্দ্র্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতির কোনো বিশিষ্ট রূপ ও ধারাকে সংস্কারের মতো রূপান্ত্র রহীন করে রাখলে তার কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না, তার মৃত্যু অনিবার্য। লোক-কলাকে বাঁচাবার ও লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে তাকে

কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে, যদি জনগণের জীবনের বর্তমান বাস্তবতার সন্দ্বেগ তার ঘনিষ্ঠতা স্টথাপন করা যায়, তাদেরই জীবন্ত্র আনন্দ্র-বেদনা আশা-নিরাশা সন্দ্বকট ও সমস্যা রূপায়িত হয়। গণনাট্য সংঘ এটা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা তাই শুধু দেশের সামনে লোক-কলার কতগুলি নমুনা ধরে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাননি—জাতির এই সম্পদকে রক্ষা করা চাই। জানালে সেটা অরণ্যরোদন হতো মাত্র। নিজেরাই তাঁরা কাজটা আরম্ভ করেছেন—দেশের সামনে শুধু আদর্শটা নয়, উপায়টাও ধরে দিয়েছেন। সকলের মন তাই নাড়া খেয়েছে, সাড়া মিলেছে।

এই কার্যে ব্রতী তরুণ ও অ্যামেচার অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে গড়া এই বাহিনীটির বয়স এক বছরও পূর্ণ হয়নি। এদের এই অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য কোথা থেকে এল? কি এঁদের অভিনয় সাফল্যের মর্মকথা? এর একটি মাত্র জবাব জানি—এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বগুেধ এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই। এই প্রসন্দ্বেগ গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী এ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্ত্রী' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্যজগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য আজ চেষ্টা করেও স্টেজ ভাড়া পাওয়া যায়না। সাধারণ রন্দ্বগমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গেছেন। অথচ এদের সন্দ্বেগ প্রতিযোগিতা করার কোন ই২৬াই গণনাট্যের নেই—এঁরা ব্যবসায়ী নন, লাভের টাকা শিল্পী বা পরিচালক কারো পকেটে যায়না। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য বাংলা শাখা বোম্বাই ও পাঞ্জাবে সফর দিয়ে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছিল, 'নবান্ন' অভিনয়ের কয়েক হাজার টাকা বাংলার মহামারীর চিকিৎসায় লেগেছে।

কথাশিল্পী হিসাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কাছে একটি ব্যশ্তিগত ঋণের কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা ঋণ নয়, ওটা শুধু আমাকে নয় সকলকেই ওঁরা পরিবেশন করেছেন, সেজন্য ব্যশ্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যিক হিসাবে আমার একটি ভীরুতা সম্বগুেধ এঁরা আমাকে সচেতন করেছেন। পাঠক-সাধারণকে একটু বেশিরকম ভোঁতা ও একগুঁয়ে মনে করার প্রতিক্রিয়া অনেক লেখকের রচনাতেই কতগুলি অনাবশ্যক সতর্কতা হয়ে দেখা দেয় নানা ভাবে, সমস্ত রচনাটিকে প্রভাবান্বিত করে। লেখকের ভীরুতাই এজন্য দায়ী। সংঘের অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যেরকম উদারতার সন্দ্বেগ গ্রহণ করেছেন তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে আমরাই, লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক-সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতগুলি সন্দ্বকীর্ণতা ও বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তাঁরা আমাদের সব রকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।

ড্ডউদ্ধৃতিসূত্র হু. ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ড্ডতয় খণ্ডৱ